সংবাদ

তারিখ ২৪।১।৮২
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

সারাদেশে 'বিশ্বাসভঙ্গ দিবস' পালিত ॥ রংপুরে লাঠিচার্জ

মঙ্গলবারের মধ্যে কালা আইন বাতিল না হলে প্রাথমিক শিক্ষকরা মহাবিক্ষোভ করবে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক) বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ ঢাকা পৌর কর্পোরেশন ও স্থানীয় সরকারের হাতে অর্পণের আইন আগামী ২০শে জানুয়ারীর মধ্যে বাতিল করার দাবী জানিয়েছে।

এই আইন বাতিল করা না হলে আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঢাকায় 'মহাবিক্ষোভ' প্রদর্শন ও বঙ্গভবন অভিযানের কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। এই আইন বাতিল করে সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষকদের অভিন্ন চাকরি বিধি প্রণয়নসহ অন্যান্য দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সারাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক ধর্মঘট অব্যাহত থাকবে।

'বিশ্বাস ভঙ্গ দিবস' পালন উপলক্ষে গতকাল মংগলবার সকালে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক শিক্ষক-ছাত্র গণজমায়েতে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়।

গত ২৪শে নভেম্বর সরকারের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি ভঙ্গের প্রতিবাদে, শিক্ষক সমিতি গতকাল দেশের সর্বত্র 'বিশ্বাস ভঙ্গ দিবস' পালন করে। বায়তুল মোকাররমের সভাশেষে শিক্ষকরা সচিবালয়ে প্রতীক অবস্থান ধর্মঘট করেন।

শিক্ষকদের দাবীর সমর্থনে ছাত্র সংগঠনগুলো গতকাল সারাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট আহ্বান করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন

(শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ ৪ঃ)

গতকাল মঙ্গলবার প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির 'বিশ্বাসভঙ্গ দিবস'-এ বিক্ষোভ মিছিল।

বিশ্বাসভঙ্গ দিবস

(১ম পাতার পর

শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ কে ফজলুল হক, ছাত্র লীগের সকল গ্রুপ, ছাত্র ইউনিয়ন, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, ডাকসু, ইকসুর নেতৃবৃন্দও সভায় বক্তব্য রাখেন।

অধ্যাপক আজাদ বলেন, হাসনাতের হুঙ্কার আর জিয়ার প্রলোভন আমাদের আন্দোলনকে দমাতে পারবে না। অভিন্ন চাকরিবিধি ও ১-৭-৭৩-এর পূর্বের সরকারী চাকরির মর্যাদা না দেয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

জনাব আজাদ অভিযোগ করেন, ইতিমধ্যেই ঢাকায় বেশ কয়েকটি স্কুল হাসনাতের গুণ্ডাবাহিনীর টাউটদের আড্ডাখানা এবং কর্পোরেশনের গুদাম ঘরে পরিণত করা হয়েছে।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে জনাব হাসনাতের কটূক্তি, দুর্ব্যবহারের নিন্দা করা হয়। প্রস্তাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত আইন বাতিল ও উপদ্রুত এলাকা বিল প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব ফজলুল হক বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখা উচিত। কিন্তু এখন প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিএনপি'র আখড়ায় পরিণত করার চেষ্টা চলছে।

ডাকসু'র সহ-সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক, ছাত্রলীগ (মুনীর) সভাপতি মুনীরউদ্দিন আহমদ, ছাত্রলীগ (কাদের, চুন্নু) কেন্দ্রীয় নেতা শাহাবুদ্দিন আহমদ, ইকসু'র সহ-সভাপতি খন্দকার ফারুকসহ ছাত্র নেতৃবৃন্দ শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যেকোন ত্যাগ স্বীকারের অঙ্গীকার করেন।

সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট

'বিশ্বাস ভঙ্গ দিবস' পালন উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা জেলার কয়েক হাজার প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকা সচিবালয়ের ২ নম্বর গেটের সামনে কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান ধর্মঘট করেছেন। বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সমাবেশ শেষে জঙ্গী মিছিল করে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা অবস্থান ধর্মঘটে যোগ দেন। তাদের হাতে ছিল কালো পতাকা ও অসংখ্য ব্যানার। সচিবালয়ের সামনে এতো বেশী লোকজনের অবস্থান ধর্মঘট স্বাধীনতার পর থেকে কখনো দেখা যায়নি। দুপুর প্রায় ১টায় অবস্থান ধর্মঘটের অবসান হয়। শিক্ষকরা সরকার ও সরকারী নীতির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনামুখর শ্লোগান দেন।

রংপুরে পুলিশের লাঠিচার্জ

রংপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানিয়েছেন, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আহুত বিশ্বাস ভঙ্গ দিবস উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার রংপুরে প্রাথমিক শিক্ষকদের মিছিলের উপর পুলিশের লাঠিচার্জে একশ'জন শিক্ষক আহত হয়েছেন। এদের ৬ জনের অবস্থা আশংকাজনক।